গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
পরি-১ শাখা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী:

| | |
|---|---|
| সভাপতি | মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী<br>সচিব |
| সভার তারিখ | ২৪/০৯/২০২৩ খ্রি. |
| সভার সময় | সকাল ১১.০০ ঘটিকা |
| স্থান | সম্মেলন কক্ষ |
| উপস্থিতি | পরিশিষ্ট 'ক' |

সভাপতি সকল কর্মকর্তা, সংস্থা প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালকগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি সকল প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় এবং প্রকল্প সমাপ্ত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা এবং চলমান প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম বার্ষিক অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালক, সংস্থা প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান ১১টি প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনার আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও ভৌত অগ্রগতির বাস্তব অর্জন; প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে উত্তরণের সম্ভাব্য সমাধানকল্পে বিগত মাসের এডিপি সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব অগ্রগতি এবং প্রকল্প ভিত্তিক সার্বিক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য যুগ্ম সচিব (পরিকল্পনা)-কে অনুরোধ করা হয়।

০২। সভার প্রারম্ভে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, গত ২২ আগস্ট ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি সভার কার্যবিবরণী ৩০ আগস্ট ২০২৩ তারিখে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীতে কোন পর্যবেক্ষণ বা সংশোধনীর প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হলো।

০৩। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১১টি প্রকল্পের অনুকূলে ১৪৮৫.৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যা সম্পূর্ণটাই জিওবির আওতাধীন। আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ৩৭০.৩৫ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ২৪.৯৩%। আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২২৪.৩৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ১৫.১০%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জুলাই-আগস্ট মাসের জাতীয় গড় অগ্রগতি ৩.৮৪%। সভাপতি সকল

প্রকল্প জোরদার মনিটরিং করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৪। সভায় এ পর্যায়ে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সংস্থাওয়ারী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরে বলেন যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর (এফএসসিডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ০১টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৮২.৭৪ কোটি টাকা। আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ২০.৬৮ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ২৫%। প্রকল্পটির অনুকূলে আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ৬.৫৫ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৭.৯১%। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ০২টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৮৪৮.৮২ কোটি টাকা। আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবুমক্ত করা হয়েছে ২২৫.০৩ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ২৬.৫১%। প্রকল্প ০২টির অনুকূলে আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২০৭.৬৩ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ২৪.৪৬%। কারা অধিদপ্তরের ০৭টি প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ ৪৯০.০১ কোটি টাকা। আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ১০৮.৯০ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ২২.২২%। ০৭টি প্রকল্পের অনুকূলে আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১০.১৬ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ২.০৭%। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ০১টি প্রকল্পের অনুকূলে এডিপিতে মোট ৬৪.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ১৫.৭৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ২৪.৬০%। প্রকল্পটির অনুকূলে আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.০০৫৩ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.০০৮%।

**০৫। <u>ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:</u>**

**(ক) <u>১১টি মডার্ণ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প:</u>**

<u>আলোচনাঃ</u>

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে ৬১৭.১৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের অনুকূলে আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৫০৮.৭১ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮২.৪২% এবং ভৌত অগ্রগতি ৯৩%। এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ ৮২.৭৪ কোটি টাকা এবং অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ২০.৬৮ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ২৫%। আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬.৫৫ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৭.৯১%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে গত ২০/০৯/২০২৩ তারিখে প্রকল্পটির অনুকূলে পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৩/০৯/২০২৩ তারিখে কর্ণফুলী মডার্ণ ফায়ার স্টেশনটির উদ্বোধন করা হয়েছে। চলমান অন্যান্য স্টেশনের কাজের বর্তমান অগ্রগতি অনেক ভালো তবে ফিনিশিং এখনো শেষ হয়নি। অবকাঠামো নির্মাণ শেষ হয়েছে কিন্তু টাইলস বসানো, দরজা লাগানো, জানালার কাজ বাকি আছে।

প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন, ১১টি স্টেশনের মধ্যে ০৪টি (১)গাজীপুর জেলার সারাবো (কাশিমপুর) মডার্ণ ফায়ার স্টেশন; (২) সাভার সেনানিবাসস্থ জিরাবো, সাভার স্টেশন; (৩)রুপপুর গ্রীন সিটি, পাবনা; (৪) কর্ণফুলী চট্টগ্রাম মডার্ণ ফায়ার স্টেশন হস্তান্তর করা হয়েছে। হস্তান্তরযোগ্য স্টেশনের সংখ্যা ০৪টি (৫)গাজীপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর; (৬) কাঁচপুর ব্রিজ, নারায়ণগঞ্জ; (৭) গাজীপুর, কোণাবাড়ী (৮) রাজেন্দ্রপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর। ০৩টি স্টেশন পিছিয়ে আছে তার মধ্যে (৯) কালুরঘাট, চট্টগ্রামের ৭৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (১০) শিবু মার্কেট,

ফতুল্লার কাজ ৫৫% এবং (১১) রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্টেশনটি প্রকল্পটির কাজ ৭৫% শেষ হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অগ্রগতির বিষয়ে জানাতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (গণপূর্ত)কে অনুরোধ করেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (গণপূর্ত) সভাকে জানান, রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আবার কাজ আরম্ভ হয়েছে। কাজের অগ্রগতি অনেক ভালো। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী গণপূর্তকে অনুরোধ করেন।

**সিদ্ধান্ত:**

(ক) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি অর্জন করতে হবে এবং প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিবিড়ভাবে তদারকি করতে হবে;

(খ) প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করবেন এবং গুণগতমান বজায় রেখে নভেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন;

(গ) ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

**(খ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:**

| ক্রম | প্রকল্পের নাম | আলোচনা ও সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---|---|---|---|
| ১. | ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৪৭টি (৪৪টি নতুন ও ০৩টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (০১/০৭/২০২৩ থেকে ৩০/০৬/২০২৭) | ডিপিপি'র উপর গত ০৬/০৬/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত করে পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে সুরক্ষা সেবা বিভাগে কার্যক্রম চলমান আছে। | সুরক্ষা সেবা বিভাগ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২. | দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৫৯টি (৫১টি নতুন ও ৮টি ফায়ার স্টেশন পুনঃনির্মাণ) স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প ( ০১/ ০৭/ ২০২৩ ৩১/১২/২০২৭) | গত ২৭-০৩-২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রকল্পের যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে ৩১/০৫/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য গত ১৪/০৮/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। | ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন |
| ৩. | ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ০২টি বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫) | গত ২৮-০৩-২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রকল্প যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত প্রতিফলন করে পুনর্গঠিত ডিপিপি সেপ্টেম্বর ২০২৩ মাসের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে। | ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। গণপূর্ত অধিদপ্তর |
| ৪. | ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্প (০১/০৭/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৬) | প্রকল্পের পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করে গত ৩০/০৪/২০২৩ ও সর্বশেষ ১৬/০৮/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে গত ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে ডিপিপি পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। | ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন |
| ৫. | ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ১০ টি বিশেষায়িত অগ্নি নির্বাপন ও উদ্ধার ইউনিট স্থাপন প্রকল্প | ১০টি স্পেশালাইজড ইউনিট (FARSOW) গঠনের লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগের নির্দেশনার আলোকে “ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অধীনে ১৩টি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ৭৩টি বিশেষায়িত অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার ইউনিট মোতায়েন” শীর্ষক প্রকল্প নামে নামকরণ করে অত্র অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ডিপিপি পুনর্গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রণয়নের জন্য গত ২০ জুলাই ২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০২৩ মাসের মধ্যে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৬. | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি স্থাপন প্রকল্প। | ৩০-০৮-২০২২ তারিখে প্রকল্পের মাষ্টার প্ল্যান এবং গত ০৬-১০-২০২২ তারিখে ডিপিপি পুনর্গঠন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হলে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ২৪ জুন ২০২৩ তারিখে প্রকল্পের কিছু অবজারবেশনসহ ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে অক্টোবর, ২০২৩ মাসের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে। | ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর |
| ৭. | দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প। (২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প) | সেপ্টেম্বর, ২০২৩ মাসের মধ্যে ডিপিপি সম্পন্ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে। | ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর |
| ৮. | দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫৪টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প। (২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প) | দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানাসদর/স্থানে ৫২টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ডিপিপি'র অংশ প্রস্তুত করে গত ০৯/০৮/২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রণয়নের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি সেপ্টেম্বর ২০২৩ মাসের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে। | ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৯. | মর্ডানাইজেশন এন্ড ক্যাপাসিসিট বিল্ডিং অব ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স প্রকল্প। (২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প) | অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে প্রস্তাবিত "মর্ডানাইজেশন এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে গত ৩১/০৫/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে প্রকল্পের ডিপিপিতে ফিজিবিলিটি স্টাডি ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত জনবল কাঠামো সংযুক্ত করে সংশোধিত ডিপিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। উক্ত ফিজিবিলিটি স্টাডি ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত জনবল কাঠামো সংযুক্ত করে পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে সুরক্ষা সেবা বিভাগে কার্যক্রম চলমান আছে। | সুরক্ষা সেবা বিভাগ |

**০৬। <u>মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:</u>**

**(ক) ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প:**

**<u>আলোচনাঃ</u>**

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ১৬২.৩৪১৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পটি গত ০২/০৮/২০২২ তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ০.১১৪১ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ০.০৭%। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৬৪.০০ কোটি টাকা এডিপি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অবমুক্ত করা হয়েছে ১৫.৭৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ২৪.৬০%। প্রকল্পটির অনুকূলে আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.০০৫৩ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.০০৮%। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান, গত ২০/০৯/২০২৩ তারিখে পিএসসি সভা সম্পন্ন হয়েছে। টেন্ডার সংক্রান্ত কিছু সমস্যা ছিল। পিএসসি সভায় টেন্ডার চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নতুন রেট সিডিউল অনুযায়ী প্রাক্কলন প্রস্তুত করে তা অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর বলেন, প্রাক্কলনের কার্যক্রম চলছে, আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে পাওয়া যাবে এবং ২/১ দিনের মধ্যে প্রাথমিক প্রাক্কলন পাওয়া যাবে মর্মে সভাকে জানান।

০৮টি বিভাগীয় শহরে এবং ১২টি জেলায় মাদকাসক্ত সনাক্তকরণে ডোপ টেস্ট প্রবর্তন প্রকল্পের বিষয়ে সভাপতি মহোদয় একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আয়োজন করার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদানের প্রেক্ষিতে গত ১৭/০৯/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর সভাপতিত্বে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১২টি জেলার মাদকাসক্ত সনাক্তকরণে ডোপ টেস্টের জন্য প্রকল্প গ্রহণ না করে পরিচালন বাজেট থেকে পর্যায়ক্রমে ডোপ টেস্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, ডোপ টেস্টের জন্য পর্যায়ক্রমে অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সভাপতি ডোপ টেস্টের সার্বিক দিক নিয়ে আগামী ০৬ মাসের একটি

কর্মপরিকল্পনা তৈরি করার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানান।

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন, গত ২১/০৯/২০২৩ তারিখে তিনি সিলেট বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস পরিদর্শন করেছেন। সেখানে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ০৪টি বিভাগীয় শহরে ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেট অফিসের জন্য মেশিনারি/আসবাবপত্র সংগ্রহ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি গত জুন, ২০২২ মাসে সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু জনবলের অপর্যাপ্ততার জন্য কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, জনবল না থাকার কারণে যন্ত্রপাতিগুলো অব্যবহৃত থাকায় তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং জানালাতে আলো বাতাস আসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। তাছাড়া জানালায় কোনো নেট দেওয়া হয়নি।

মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলেন যে, ০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পে রংপুরে জমির সমস্যা আছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি যেখানে সমস্যা আছে তা আপাতত বাদ দিয়ে বাকি অফিসগুলো নির্মাণের পরামর্শ প্রদান করেন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ০৭টি) প্রকল্পের জেলাগুলোর নাম জানতে চাইলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি বলেন, কক্সবাজার, কুমিল্লা, ফরিদপুর, লালমনিরহাট, পাবনা, নওগাঁ ও বরিশাল জেলা। অফিস নির্মাণের ক্ষেত্রে কিসের ভিত্তিতে এসব জেলাগুলো নির্বাচন করা হয়েছে সভাপতি জানতে চাইলে মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলেন, যেসব জায়গায় জমি পাওয়া গেছে ও যেখানে মাদকের প্রবণতা বেশি সেসব জেলাগুলো নির্বাচন করা হয়েছে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোকে ভাড়াবাসায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস চালু আছে। সভাপতি মহোদয় দেশের ৬৪টি জেলার মাদকপ্রবণ এলাকাকে চিহ্নিত করে ক্যাটাগরি অনুযায়ি ভাগ করার ও মাদকপ্রবণ এলাকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস নির্মাণের পরামর্শ প্রদান করেন।

**সিদ্ধান্ত:**

(ক) প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করবেন এবং গুণগতমান বজায় রেখে পিপিআর অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে;

(খ) আগামী ০৬ মাসের মধ্যে ডোপ টেস্টের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে;

(গ) ০৮টি বিভাগীয় শহরে এবং ১২টি জেলায় মাদকাসক্ত সনাক্তকরণে ডোপ টেস্ট করার নিমিত্তে পরিচালন বাজেটের আরএডিপিতে বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে;

(ঘ) জমির সমস্যা সম্বলিত জেলাসমূহ ব্যতীত জমির সমস্যা বিহীন এলাকাগুলো নিয়ে ০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে;

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

**০৭। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:**

| ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | আলোচনা ও সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---|---|---|---|
| ১. | ০৮টি বিভাগীয় শহরে এবং ১২টি জেলায় মাদকাসক্ত সনাক্তকরণে ডোপ টেস্ট প্রবর্তন (০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫) | ১১/১২/২০২২ তারিখে প্রকল্পটির উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় মাদকাসক্ত সনাক্তকরণ তথা ডোপ টেস্টের বিষয়ে একটি চূড়ান্ত ও কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন এবং প্রণীত নীতিমালার ভিত্তিতে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহ অর্থবিভাগের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগের পরিচালন বাজেটের আওতায় পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্ণিত বিষয়ে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা গত ১৭/০৯/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। | ১। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর |
| ২. | ০৭টি বিভাগীয় শহরে (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, খুলনা, রংপুর এবং ময়মনসিংহ) ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫) | স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পটির স্থানিক নকশা এবং ফিনিশ শিডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে এবং অত্র অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রতিস্বাক্ষরিত হয়েছে। অনুমোদিত নকশা ও জমির পরিমাণ বিবেচনায় নিয়ে ডিপিপি পুনর্গঠন করার জন্য গত ২২/০১/২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত জমির অধিগ্রহণের বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় এবং নতুন করে ভূমি নির্ধারণ তথা অন্যান্য কার্যক্রম সময়সাপেক্ষ হওয়ায় উক্ত বিভাগীয় প্রকল্প ছাড়া বাকী "০৬ (ছয়) টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ"- প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ণের নিমিত্ত গত ১৫/০৬/২০২৩ খ্রি: তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। ইতোমধ্যে, রংপুর বিভাগের বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত জমি পরিবর্তন হওয়ায় এবং নতুন জমি চূড়ান্ত না হওয়ায় ডিপিপি প্রণয়নের কাজ আপাতত বন্ধ রয়েছে। | ১। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর<br>২।গণপূর্ত অধিদপ্তর |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩. | মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ০৭টি কক্সবাজার, কুমিল্লা, ফরিদপুর, বরিশাল, পাবনা, নওগাঁ এবং লালমনিরহাট) (০১/০৭/২০২২ হতে ০১/০৬/২০২৫) | উক্ত প্রকল্পের উপর গত ১২ মে, ২০২২ তারিখে প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা হয়েছে। যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর গত ০৭ জুন ২০২৩ খ্রি: তারিখে প্রেরণ করা হয় এবং প্রকল্পটি অনুমোদনের লক্ষ্যে সুরক্ষা বিভাগ কর্তৃক গত ২৪/০৭/২০২৩ খ্রি: তারিখে ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। | ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন |
| ৪. | ০৩ (তিন) টি বিভাগে (খুলনা, ময়মনসিংহ, রংপুর) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরিসহ বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণ | শুরুতে প্রকল্পটিতে ০২ (দুই) টি বিভাগে (খুলনা, রংপুর) বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণের প্রস্তাব ছিল। পরবর্তীতে ময়মনসিংহ বিভাগে বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণের প্রস্তাব এবং বিভাগীয় কার্যালয়ের এর সাথে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। সে মোতাবেক টেস্টিং ল্যাবরেটরি অন্তর্ভুক্ত করে ৩ তলার পরিবর্তে ৫ তলা বিশিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয় ভবনের সিদ্ধান্ত হয়। সে মোতাবেক স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা ও স্থানিক নকশা প্রণয়ন করা হয়। প্রাথমিক স্থাপত্য ও স্থানিক নকশার উপর গত ০৮/০২/২০২৩ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাপত্য নকশা সংশোধন করা হচ্ছে। সংশোধনের নিমিত্ত গত ২৯ আগস্ট ২০২৩ তারিখে বর্ণিত প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ চাহিদামালা এবং ভবনের উচ্চতা সম্পর্কিত মতামত প্রদান করে স্থাপত্য অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। এ বিষয়ে স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। | স্থাপত্য অধিদপ্তর |

**০৮। <u>ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ</u>:**

**(ক) <u>বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্পঃ</u>**

**<u>আলোচনাঃ</u>**

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভায় উল্লেখ করেন যে, জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৮ মেয়াদে ৪৬৩৫.৯১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৩৫৫৫.৮১ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৬.৭০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৮৩০.০০ কোটি টাকা এবং অবমুক্তকৃত অর্থ ২০৭.৪৫ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ২৫%। আগস্ট

২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২০১.৭৯ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ২৪.৩১%। অত:পর প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিস্তারিত আলোচনার জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করেন।

প্রকল্প পরিচালক সভাপতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তারা তাদের দ্বিতীয় কিস্তির ৬০ কোটি টাকা ইতোমধ্যে পেয়েছেন। এলসি ৫ খোলা হয়েছে। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২৫ লক্ষের সাথে আরো ৩৫ লক্ষ কম্পোনেন্ট দরকার হবে। অদ্যাবধি ১ কোটি ৩ লক্ষ ই-পাসপোর্ট জনগণকে দেওয়া হয়েছে। কুবলারের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৯২ লক্ষ পাসপোর্ট উৎপাদন করা হয়েছে এবং নভেম্বরের মধ্যে ১ কোটি পাসপোর্ট উৎপাদন করা যাবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ই-পাসপোর্টের চাহিদা অনেক বেশি হওয়ায় এ বছরে আরো ৩৫ লক্ষ বুকলেট কম্পোনেন্ট নেওয়া হবে।

সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ডিপিপি সংশোধিত হলে প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি আরো বাড়বে। গতমাসে পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং আগামী ২৭/০৯/২০২৩ তারিখে পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতি ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের কাজের অগ্রগতির মান নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

**সিদ্ধান্ত:**

(ক) সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

(খ) স্টক শেষ হওয়ার অন্তত ছয় মাস আগে বুকলেট সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

**(খ) ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পঃ**

**আলোচনাঃ**

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বলেন যে, জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে ১২৮.৪০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১০৭.০২ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮৩.৩৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৯%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ১৮.৮২ কোটি টাকা এবং অবমুক্তকৃত অর্থ ১৭.৫৮ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৩.৪০%। আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫.৮৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৩১.০৩%।

প্রকল্পের অন্যান্য বিষয় সমূহ সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প পরিচালকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রকল্প পরিচালক বলেন, ১৭টি নতুন ভবনের মধ্যে পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁ এবং জয়পুরহাটের নির্মাণ কাজ অক্টোবরের ১৫ তারিখের মধ্যে শেষ হবে। উদ্বোধনের তালিকা ইতোমধ্যে প্রস্তুত করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে পাঠানো হয়েছে। উদ্বোধনযোগ্য আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসগুলোর মধ্যে ০১ অক্টোবর ২০২৩ মেহেরপুর, ০৬ অক্টোবর

পিরোজপুর মাননীয় মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী উদ্বোধন করবেন। অন্য আঞ্চলিক অফিসগুলোর সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান, প্রকল্পের কাজের সমস্যা নাই, প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে শেষ হবে। শুধু লিফটের বিষয়ে সমস্যা আছে। সভাপতি খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান আঞ্চলিক অফিস সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান স্টেশন উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী মহোদয়ের পিএসের সাথে যোগাযোগ চলছে তারা অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে জানাবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান। সভাপতি প্রকল্পের লিফটের ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলী উন্নয়ন লিফটের কাজ তাড়াতাড়ি সমাধান হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

**সিদ্ধান্ত:**

(ক) প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জেলা ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি আগামী এডিপি মাসিক সভায় উপস্থাপন করতে হবে;

(খ) অক্টোবর ২০২৩ এর মধ্যেই প্রকল্পের সকল ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

**(গ) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:**

| ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | আলোচনা ও সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---|---|---|---|
| ১. | পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স-২ উত্তরায় নির্মিতব্য বহুতল ভবন (০১/১২/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫) | প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি করা হয়নি। ফিজিবিলিটি স্ট্যাডিসহ ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য ২৬ জুন, ২০২৩ তারিখে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহের মধ্যে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি রিপোর্টসহ ডিপিপি গণপূর্ত অধিদপ্তরে পাঠানো হবে মর্মে পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান। | (১)ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্টঅধিদপ্তর (২)গণপূর্ত অধিদপ্তর (৩) স্থাপত্য অধিদপ্তর |
| ২. | ইমপ্লিমেন্টেশন অব ই-ভিসা, বাংলাদেশ প্রকল্প (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৮) | ভিসার কাজ চলমান রয়েছে। | |

**০৯। কারা অধিদপ্তর-এর প্রকল্পসমূহ:**

**(ক) খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প:**

**আলোচনাঃ**

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ২৮৮.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২১০.৫৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৩.০৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৮%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ৫০.০০ কোটি টাকা। আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত কোনো ব্যয় করা হয়নি। প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইএমইডি প্রকল্পের প্রতিবেদন প্রণয়ন করে ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করেছে। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আইএমইডি থেকে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে মর্মে সভাকে জানান। সভাপতি প্রকল্পের কাজ যথাশীঘ্র শুরু করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

**সিদ্ধান্তঃ**

(ক) প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে;

(খ) ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

**(খ) ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প:**

**আলোচনাঃ**

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ২৪০.১৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৮৬.৬৪ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৬.০৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪৫%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৩০.০০ কোটি টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ৭.৫০ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ২৫%। আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.০১ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.০৩৩%।

প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রথম সংশোধনী পাস হওয়ার পরে পূর্ত কাজের ৬টি টেন্ডার সম্পন্ন হয়েছে। ৪টি টেন্ডার গত ৩১/০৮/২০২৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। স্থাপনা অপসারণের কাজ চলমান রয়েছে। ইস্টিমেট গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। ইস্টিমেট পাওয়া গেলে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। মহিলা কয়েদিদের জন্য ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক প্রায় ২ বছর এই প্রকল্পের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন মর্মে সভাকে অবহিত করে নতুন একজন প্রকল্প পরিচালককে উক্ত প্রকল্পের দায়িত্ব প্রদানের অনুরোধ জানান। নতুন একজনকে পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব প্রদান করা হবে মর্মে সভাপতি প্রকল্প পরিচালককে আশ্বাস প্রদান করেন।

অতিরিক্ত সচিব (নিরাপত্তা ও বহিরাগমন) বলেন, সংশোধনী পাস হওয়ার পরে ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শন করেন এবং পুরাতন যেসব ভবন আছে সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হচ্ছে মর্মে প্রকল্প পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সবাই এ বিষয়টা নিয়ে সচেতন আছে তারা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে কথা বলেছেন। প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন, কিছু ভবন আছে যেগুলো চার বছর আগে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলেও প্রকল্প সংশোধনী না হওয়ার কারণে ভবনগুলো ব্যবহার করা যায়নি। অব্যবহৃত ভবনগুলো পরিত্যক্ত হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া বিল্ডিং এর জানালা দরজা চোর চুরি করে নিয়ে গেছে। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনা করেছেন এবং এসব সমস্যা সমাধানের আশু সমাধান হবে মর্মে সভায় জানান। সভাপতি প্রকল্পের বিষয়ের সমাধানকল্পে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন।

**সিদ্ধান্ত:**

(ক) প্রকল্প পরিচালক পিডব্লিউডি এর সাথে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখে চলমান টেন্ডার কার্যক্রম এবং কার্যাদেশসমূহ যথাসময়ে সম্পন্ন করে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

**(গ) কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগ) প্রকল্প:**

**আলোচনাঃ**

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ৪৯.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল। এ প্রকল্পের আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২৭.৩৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৪.৬৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ১.০০ লক্ষ টাকা এবং আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়নি। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বলেন, প্রকল্পটি একনেকে পাস হওয়ার অপেক্ষায় আছে। বরাদ্দ পেলেই কাজ শুরু করা হবে।

**সিদ্ধান্ত:**

(ক) পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

**(ঘ) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প:**

**আলোচনাঃ**

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৬ মেয়াদে ৬০৭.৩৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৩৮.১৪ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২২.৭৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ২৭.৮০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ২০০.০০ কোটি টাকা এবং অবমুক্তকৃত অর্থ ৪৯.২৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ২৪.৬২%। আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.০৩৩২ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.০১৭%। সভাপতি প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি প্রস্তুত আছে কিনা জানতে চাইলে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) ডিপিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগে আছে মর্মে জানান। প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প চালু ও সংশোধিত ডিপিপি প্রস্তুতের বিষয়ে সহযোগিতা করার জন্য সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

**সিদ্ধান্ত:**

(ক) পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

(খ) প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে দ্রুততার সাথে শেষ করতে হবে;

(গ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাসমূহ সংশোধিত ডিপিপিতে সঠিকভাবে প্রতিফলন করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

**(ঙ) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্প:**

**আলোচনাঃ**

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ৬০৯.৭৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৫০.৭৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৪.৭৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৮৫.০০ কোটি টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থ ২১.১০ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ২৪.৮২%। আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.০৩২ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ০.০৩৮%। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন, জেলা প্রশাসকের বাসভবনের সাথে সীমানা নিয়ে সমস্যা হতে পারে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন, ২টি সরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এটা খুব একটা বড় সমস্যা হবে না। সভাপতি অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) কে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে একটি সভা করার পরামর্শ দেন। কারা মহাপরিদর্শক সভাপতি মহোদয়কে বিষয়টি সমাধানের জন্য একটি জুম মিটিং আয়োজনের অনুরোধ করেন।

**সিদ্ধান্ত:**

(ক) প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
(খ) জমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

**(চ) নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প:**

**আলোচনাঃ**

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে ৩২৬.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৩০.৬৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৯.৯৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬৩%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৮৫.০০ কোটি টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থ ২১.০৬ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ২৪.৭৭%। আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১০.০৫ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ১১.৮৩%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, বর্তমানে নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি বেশ ভালো। কাজের অগ্রগতি বাড়ানোর জন্য প্রধান প্রকৌশলী'র সভাপতিত্বে গত ১২/০৮/২০২৩ তারিখে একটি সভা আয়োজন করা হয়। কাজ বেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থ বরাদ্দের কোনো সমস্যা না থাকার কারণে প্রকল্প পরিচালক সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাপতি মহোদয় এ প্রকল্পের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এ অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

**সিদ্ধান্ত:**

(ক) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

**(ছ) জামালপুর জেলা কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্প:**

**আলোচনাঃ**

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ২১০.০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৯.৬৬ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯.৩৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৪০.০০ কোটি টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থ ১০.০০ কোটি টাকা। যা বরাদ্দকৃত অর্থের ২৫%। আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.০৩৫ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.০৮৮%। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বলেন, জামালপুর জেলা কারাগারের ২০১৮ সালের রেট সিডিউল হওয়ায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজ করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করছে। নতুন করে ২০২২ ও ২০২৩ এর রেট সিডিউল অনুযায়ী টেন্ডার করে কাজ শুরু করা হবে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান, ২৮ অক্টোবর ২০২৩ ও ২৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে চুক্তি শেষ হবে

সেজন্য এখনো ০২ মাস অপেক্ষা করতে হবে। সভাপতি কোন রেট সিডিউলে কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন ২০১৮ সালের রেট সিডিউল অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করা হবে। এ বিষয়ে কারা মহাপরিদর্শক বলেন যে, যেসকল স্থাপনার নির্মাণকাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে তা খুবই মানসম্পন্ন কিন্তু চলমান কাজ পূর্বের রেটে চুক্তি হওয়ায় তার কাজ অব্যাহত রাখতে ঠিকাদার অনীহা প্রকাশ করেছে। ঠিকাদার সঠিক সময়ে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন না করলে তা বাতিল করে নতুন রেটে পুনরায় কাজ শুরু করা হবে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, এ পর্যন্ত ৯টি স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে এবং কাজের মান অনেক ভালো। সভাপতি প্রকল্পের কাজ নিয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

**সিদ্ধান্ত:**

(ক) প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী টেন্ডারসহ অন্যান্য সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে;

(খ) ঠিকাদারের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(গ) ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন হতে ভবন সমূহের ব্যয় প্রাক্কলনের জন্য রেট শিডিউল ২০২২ এবং ২০২৩ এর পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

**(জ) কারা অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীন (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতির বিবরণ:**

| ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | আলোচনা ও সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---|---|---|---|
| ১. | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫) | প্রকল্পের চাহিদামালা চুড়ান্ত করার লক্ষ্যে ০৯-০৪-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক একাডেমির জনবল নির্ধারণের জন্য ২৩-০৫-২০২৩ তারিখে কারা অধিদপ্তরে পুনরায় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩/০৫/২৩ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনবল জনবলের খসড়া প্রস্তাবনা প্রণয়ণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে ২৪/০৭/২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় হাসপাতালের জনবল চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের মাস্টারপ্লান ও ডিপিপি প্রণয়ণের জন্য ১৪/০৮/২০২৩ তারিখ স্থাপত্য অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। | কারা অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২. | অ্যাম্বুলেন্স, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ী ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন প্রকল্প ( ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫) | গত ১৯-১১-২০১৯ তারিখ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে সংশোধিত ডিপিপির উপর গত ০৭-৯-২০২২ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি সংশোধন করে ১০/০৫/২০২৩ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে গত ২৪/০৭/২০২৩ তারিখ উক্ত ডিপিপি ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। | ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশিন |
| ৩. | কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল, কেরানিগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫) | প্রকল্পের চাহিদাপত্র চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ০৪-০৪-২০২৩তারিখ কারা অধিদপ্তরে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক একাডেমির জনবল নির্ধারণের জন্য ২৩-০৫-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে পুনরায় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩-০৫-২০২৩ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনবলের খসড়া প্রস্তাবনা প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে ২৪/০৭/২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় হাসপাতালের জনবল চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের মাস্টারপ্লান ও ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ০২/০৮/২০২৩ তারিখে স্থাপত্য অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর |

সভাপতি সভার সিদ্ধান্তসমূহ আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, উন্নয়ন প্রকল্পের যে সকল কার্যক্রম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত সেগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে। সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে যদি কোন বক্তব্য থাকে তা উপস্থাপন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

১০। সভাপতি আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০৯৪.০৬.০০১.২১.১৫৮

তারিখ: ১১ আশ্বিন ১৪৩০
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিব, অর্থ বিভাগ

২) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৩) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৪) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৫) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৬) সদস্য, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৭) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
৮) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
৯) মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
১০) অতিরিক্ত সচিব, নিরাপত্তা ও বহিরাগমণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১১) অতিরিক্ত সচিব, অগ্নি অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১২) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৩) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৪) মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
১৫) কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর
১৬) প্রধান প্রকৌশলী , গণপূর্ত অধিদপ্তর
১৭) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর
১৮) যুগ্মসচিব, কারা অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৯) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২০) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন), গণপূর্ত অধিদপ্তর
২১) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা
২২) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২৩) সিনিয়র সহকারী সচিব, পরি-২ শাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২৪) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২৫) সচিবের একান্ত সচিব, সচিব-এর দপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

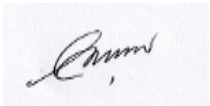

মোঃ মোশারফ হোসেন
উপসচিব